সমকাল

তারিখ 20 DEC 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থার হাল

শিক্ষা | বদরুদ্দীন উমর

সভাপতি, জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল

দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষার ওপর যেসব রিপোর্ট প্রকাশ হয়ে আসছে, তার থেকে বোঝার অসুবিধা নেই যে, বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এখন ভয়াবহভাবে বিপর্যস্ত। সরকার উন্নয়নের ঢাকঢোল পিটিয়ে যেতে থাকা সত্ত্বেও শিক্ষার এই বেহাল অবস্থা সমগ্র জাতিকে যে কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত করছে, তার ওপর বিশেষ কোনো আলোচনা দেখা যায় না, কদাচিৎ দুই-একটা প্রবন্ধ ছাড়া। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ছাত্র-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী মহলে তেমন কোনো উদ্বেগেরও দেখা নেই। অথচ বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার এমন কোনো দিক নেই যাকে সন্তোষজনক বলা যায়।

প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে পাঠ্যতালিকা বা সিলেবাসের এমন অবস্থা যে, কোনো ছাত্র এই সিলেবাস অনুযায়ী পড়াশোনা করে পরীক্ষায় খুব উঁচু নম্বর পেলেও তার কোনো প্রকৃত শিক্ষা হতে পারে না। এর কারণ পাঠ্যতালিকা যেভাবে তৈরি হয় তাতে শিক্ষার বিশেষ কিছু থাকে না। তাছাড়া এই পাঠ্যতালিকা অনুযায়ী যেসব পাঠ্যবই লেখা হয়, সেগুলোর এমন অবস্থা যে তার থেকে একজন শিক্ষার্থীর ঠিকমতো শেখার কিছু থাকে না। তারা এগুলো পড়ে পরীক্ষায় প্রশ্নের উত্তরও ঠিকমতো দিতে পারে না। এ জন্য তারা নিচু ক্লাস থেকেই উত্তরোত্তর গাইড বই বা নোটবইয়ের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এ বিষয়ে ইংরেজি দৈনিক ডেইলি স্টার পত্রিকায় Textbooks not up to the mark নামে একটি রিপোর্ট প্রথম পাতায় প্রথম খবর হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে (১৮.১২.২০১৬)।

রিপোর্টটিতে বলা হয়েছে, পাঠ্যপুস্তকগুলোর লেখকরা এগুলো লেখার সময় কোনো যত্ন না নিয়েই হেলাফেলা করে লিখে থাকেন। কাজেই কোনো বিষয়ের ওপর আলোচনাই এগুলোতে গুছিয়ে ও ঠিকমতো করা হয় না। অনেক সময় বিক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্তভাবে যা লেখা হয় তা পড়ে ছাত্ররা পরীক্ষার সময় প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মতো তেমন কিছু পায় না। এ ব্যাপারে ক্লাসে শিক্ষকদের বক্তৃতাও কাজে আসে না। এ জন্য ছাত্ররা গাইড বুক পড়তে বাধ্য হয়। স্কুলের কোচিং সেন্টারগুলোতেও পাঠ্যপুস্তক পড়ার থেকে গাইড বুক পড়ার জন্যই ছাত্রদের উৎসাহিত করা হয়। শিক্ষকরাও তাই করে থাকেন। অথচ সরকারি শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে গাইড বুক না পড়ার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়। এমনকি গাইড বুক তারা নিষিদ্ধও করেছেন। অথচ শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষা ব্যবস্থার অবস্থা এমন করেছে, যাতে তা ছাত্রদের গাইড বুকের আশ্রয় নিতে বাধ্য করে। পরীক্ষা পাস করা ও পরীক্ষায় ভালো করার জন্য গাইড বুকের ওপরই তাদেরকে নির্ভর করতে হয়। রিপোর্টটি তৈরি করা হয়েছে ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে এবং সরাসরি কথাবার্তার মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে বাস্তব পরিস্থিতির বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে।

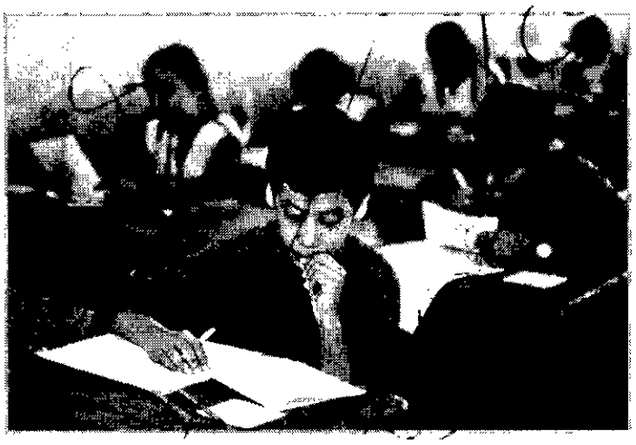

স্কুলগুলোতে ভালো শিক্ষক ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নেই, এটা এক বাস্তব ব্যাপার। এটা স্বাভাবিকও বটে। কারণ শিক্ষা খাতে বার্ষিক বাজেটে যে পরিমাণ বরাদ্দ করা হয়, তার দ্বারা শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রকৃত কোনো উন্নতি সাধনই সম্ভব নয়। বাংলাদেশের অধিকাংশ স্কুল এবং অধিকাংশ ছাত্রই গ্রামাঞ্চলের। শহরে কিছু কিছু প্রাইভেট স্কুলে যে পরিমাণ বিনিয়োগ হয় এবং সরকারি ব্যয়ও শহরাঞ্চলের স্কুলগুলোতে করা হয়, তার ছিটেফোঁটাও গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলোতে হয় না

ছাত্ররা শুধু গাইড বুকগুলো পড়ে তাই নয়। গাইড বুক মুখস্থ করে তারা পরীক্ষা দেয়। বিপুল অধিকাংশ স্কুলেই উপযুক্ত শিক্ষক নেই। তারা ক্লাসে যা পড়ান তার থেকে ছাত্ররা এমন শিক্ষা পায় না, যাতে তারা কিছু বিদ্যা অর্জন করতে পারে অথবা পরীক্ষায় ভালো করতে পারে। ক্লাসে শিক্ষকরা যা পড়ান সেটা ছাত্ররা মনে রাখতেও পারে না। এটা সবারই জানা যে, এখন ছাত্ররা স্কুল-কলেজে বিদ্যা অর্জন করার থেকে পরীক্ষায় কীভাবে ভালো ফল করা যেতে পারে, এই উদ্দেশ্যে পড়াশোনা করে। এদিক দিয়ে পাঠ্যপুস্তক থেকে গাইড বুকই তাদের বেশি সহায়ক।

বর্তমান সরকারের শিক্ষানীতি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কার্যকলাপ প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা ব্যবস্থাকে পরীক্ষা ব্যবস্থায় পরিণত করেছে। পরীক্ষা নিয়ে তারা এত রকম 'সৃজনশীল' পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে, যাতে শিক্ষা কতখানি ও কীভাবে দেওয়া যায় তার থেকে ছাত্রদের পরীক্ষায় ভালো করার কৌশল কীভাবে আয়ত্ত করতে হবে, সেটাই তাদের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বলে মনে হয়। শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি কতখানি হয়েছে তার মানদণ্ডও তাদের কাছে হলো পরীক্ষায় কে কতখানি ভালো ফল করছে! এর থেকে উদ্ভট ও শিক্ষাবিরোধী চিন্তা আর কী হতে পারে? এর ফলে দেখা যায় প্রতি বছর হাজার হাজার ছাত্র জিপিএ ৫ পেয়ে ভালো ফল করলেও তাদের কোনো শিক্ষা হয় না। দু'তিন বছর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় জিপিএ ৫ পাওয়া হাজার হাজার ছাত্রের মধ্যে মাত্র চারজন কৃতকার্য হওয়া থেকেই ভালোভাবে বোঝা গিয়েছিল শিক্ষার মান কোন পর্যায়ে। কিন্তু সেই ঘটনার পরও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের চোখ খোলেনি, তাদের এ বিষয়ে কোনো চেতনা হয়নি। কাজেই পরীক্ষা ব্যবস্থাকে আরও 'সৃজনশীল' করার চিন্তা ছাড়া তাদের আর কোনো চিন্তা নেই! ছাত্রদের মধ্যেও শিক্ষা বিষয়ে এই 'উচ্চাকাঙ্ক্ষা' সৃষ্টির চেষ্টাই তারা করে থাকে!

স্কুলগুলোতে ভালো শিক্ষক ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নেই, এটা এক বাস্তব ব্যাপার। এটা স্বাভাবিকও বটে। কারণ শিক্ষা খাতে বার্ষিক বাজেটে যে পরিমাণ বরাদ্দ করা হয়, তার দ্বারা শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রকৃত কোনো উন্নতি সাধনই সম্ভব নয়। বাংলাদেশের অধিকাংশ স্কুল এবং অধিকাংশ ছাত্রই গ্রামাঞ্চলের। শহরে কিছু কিছু প্রাইভেট স্কুলে যে পরিমাণ বিনিয়োগ হয় এবং সরকারি ব্যয়ও শহরাঞ্চলের স্কুলগুলোতে করা হয়, তার ছিটেফোঁটাও গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলোতে হয় না। কাজেই এসব স্কুলে উপযুক্ত বিল্ডিং নেই। অনেক স্কুলে গাছতলাতেও ক্লাস হয়, নয়তো ভাঙা বিল্ডিংয়ে। এসবের ছবিও সংবাদপত্রে পাওয়া যায়। স্কুলগুলোতে উপযুক্ত শিক্ষক তো নেই-ই, উপরন্তু তাদের বেতন এত কম যে, তার দ্বারা তাদের পক্ষে সংসার চালানো সম্ভব নয়। এ কারণে তাদেরকে জীবিকা অর্জনের জন্য অন্য কাজও করতে হয় এবং তাতে সময় দিতে গিয়ে স্কুলে শিক্ষকতা নিয়মিতভাবে তারা করতে পারেন না। শিক্ষক অনুপস্থিতি গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলোতে এক সাধারণ ব্যাপার।

এসব কারণে শহরের স্কুলগুলোর ছাত্ররাই পরীক্ষায় ভালো করে এবং গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলোর পরীক্ষার ফল একেবারেই ভালো হয় না। অর্থাৎ গাইড বুক পড়ে বা কোচিং সেন্টারে পড়াশোনা করে পরীক্ষা দেওয়ার কোনো সুযোগ তাদের নেই। কাজেই এমন অনেক স্কুল আছে যেখানে পরীক্ষায় শতভাগ ছাত্রই ফেল করে। সরকার যেভাবে এই সমস্যা মোকাবেলা করার চিন্তা করে, সেটাও হাস্যকর। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয়, যে স্কুলগুলোতে সব ছাত্র ফেল করে সেগুলোতে কোনো লেখাপড়া হয় না। কাজেই সেগুলো বন্ধ করে দেওয়া দরকার! এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করাও এক বিড়ম্বনা। কিন্তু সর্বোপরি এটা হচ্ছে বাংলাদেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দেউলিয়াপনারই নিদর্শন এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে ছাত্রদের জীবনে এক মস্ত ট্র্যাজেডি।

১৯.১২.২০১৬